মধ্যপ্রাচ্য কি তিমির গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে!

একটি রাজনৈতিক মানচিত্র

হাজার হাজার বছর ধরে জাত, ধর্ম, বর্ণ এবং নানা কারনে পৃথিবীর নাভীমুল অথবা মধ্যস্থল বলে পরিচিত ঈশ্বরে'র পবিত্রভুমি মধ্যপ্রাচ্যে সর্বদা হাঙ্গামা লেগেই আছে। কখনো ক্রুসেড অথবা কখনো জিহাদ নামে অবিরত রক্তক্ষয় চলছে এই পবিত্র স্থানগুলোতে। আর তাই আদম ও শয়তানের পিতা (সৃষ্টিকর্তা) শত শত বছর ধরে এই মরু অঞ্চলে একে একে সর্বমোট এক লক্ষ পঁচানব্বুই হাজার নবী পাঠিয়েছেন এই অশান্ত ও বেয়াদপ জাতিদেরকে শান্ত করার জন্যে। সৃষ্টিকর্তা অবগত ছিলেন এই অঞ্চলে তার প্রিয়পাত্র হযরত মকররম ফেরেস্তা (ইবলিশ শয়তান) বড় তৎপর আর তাই সকল 'জঙ্গি ও ধুরন্ধর' নবীদেরকে তিনি এখানেই পাঠালেন। শুধুমাত্র 'সোজা ও শান্ত' নবীদেরকে, যেমন গৌতম বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং কনফুসিয়াসকে, পাঠালেন দুর প্রাচ্য এবং ভারতের মত নরম মাটিতে। সৃষ্টিকর্তা হয়তবা জানতেন এ অঞ্চলের মানব সম্প্রদায় তার প্রতি সদা শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিপ্রবন। অনেকে হয়তবা এ মন্তব্যের সাথে একমত হবেন না। তবুও প্রশ্ন রইলো ঈসা, মুসা, দাউদ ও মোহাম্মদ নামে পৃথিবীতে এত নবী যে মানব সম্প্রদায়কে নছিহত করতে আসলেন, তারা সকলে শুধুমাত্র কেন ঐ আরব সম্রাজ্যে ভুমিষ্ঠ হলেন? সৃষ্ঠিকর্তা কেন এতই কঠোর ছিলেন যে এক লক্ষ পঁচানব্বুই হাজার নবীদের মধ্যে তিনি কাউকে ভারত অথবা চীন এর মত আদিসভ্য ভুমিতে পাঠানোর প্রয়োজনবোধ করলেন না? সৃষ্ঠিকর্তা মা আমেনার কোলে মোহাম্মদকে পাঠালেন অথচ নিরীহ মা যশোধার কোলে পাঠালেন পুত্র কৃষ্ণকে এবং মাতা মায়া দেবীর কোলে পাঠালেন বুদ্ধকে। যে উত্তপ্ত ভুমির প্রতি তিনি এত যত্নশীল ছিলেন এবং যে দেশে তিনি এত পয়গম্বর পাঠালেন সে ভুমিতে আজ পর্যন্ত কোন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জাগতিক কোন উন্নয়ন এবং সভ্যতার উম্মেষ ঘটেনি, উপরন্তু হামেশা দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই আছে। সৃষ্ঠিকর্তার সেই পবিত্র ভুমি ধীরে ধীরে তিমির অন্ধকারে এবং সৃষ্ঠির অতল গহ্বরে ডুবেই যাচ্ছে। নীচের ছবিতে দেখুন একজন ভাবুক ও রাজনৈতিক দার্শনিক শিল্পী কীভাবে তার ভাবনার প্রতিফলন প্রকাশ করেছেন তারই সৃষ্ট মানচিত্রে।
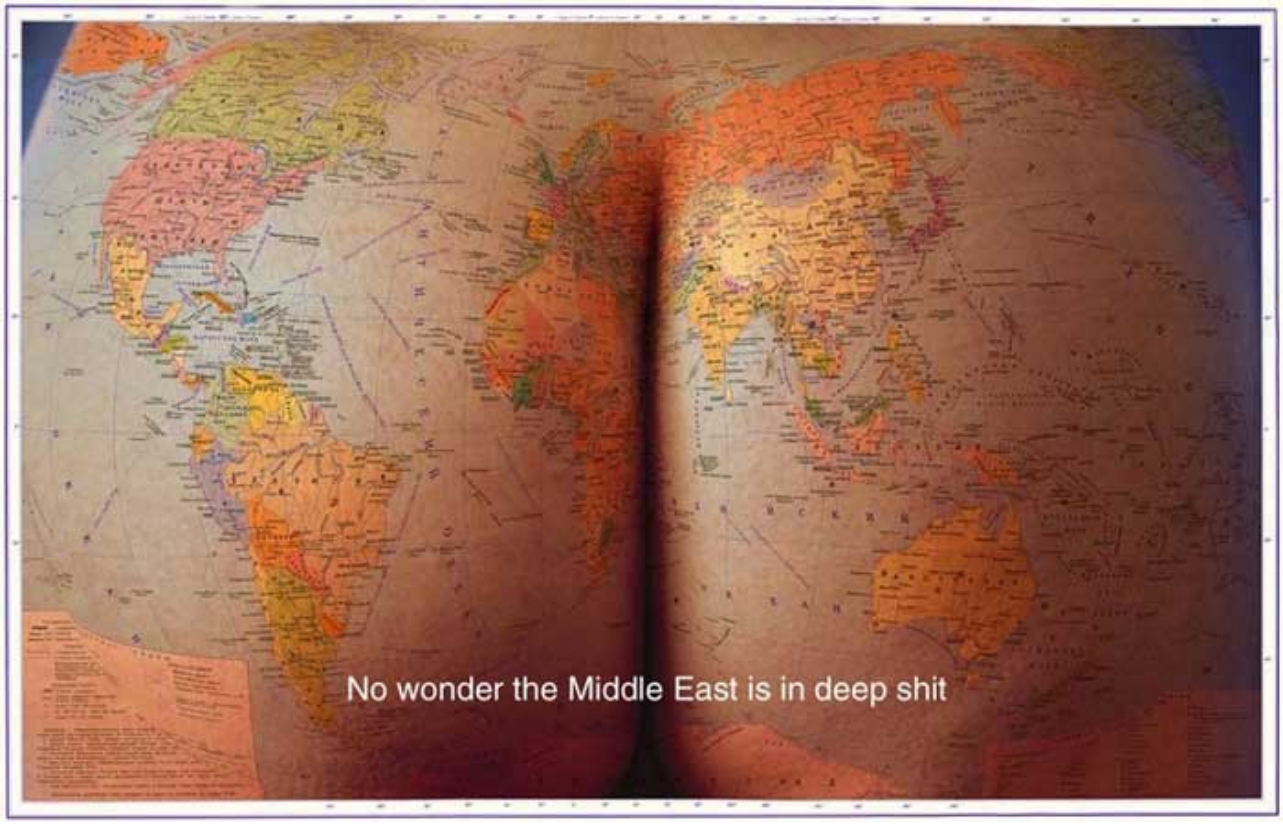
- - - - প্রধান সম্পাদক